৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 MAY 1995 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষার্থীদের মত ঃ শিক্ষকের সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্ক' পরীক্ষায় প্রভাব ফেলে

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৭৭'৬৬ জন ছাত্রছাত্রী মনে করেন শিক্ষকের সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্ক' পরীক্ষার ফলাফলে প্রভাব ফেলে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি বিভাগের ১০৩ জন ছাত্রছাত্রীর ওপর চালানো এক জরিপে তারা এ মতামত ব্যক্ত করেন।

মোট ১০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৯ জন ছাত্র এবং ৪৪ জন ছাত্রী। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ অনার্স ফাইনাল ইয়ার কিংবা মাষ্টার্সের শিক্ষার্থী। বাকিরা দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশুনা করেন।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা একই বিভাগের দু'জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনা ঘটে।

এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে অনিয়মের কথা শোনা যায়।

এ প্রেক্ষাপটে "সংবাদ" এর পক্ষ থেকে এ জরিপ চালানো হয়।

জরিপের প্রথম প্রশ্ন ছিল, শিক্ষকের সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্ক' পরীক্ষার ফলাফলে প্রভাব ফেলে কি? এখানে 'বিশেষ সম্পর্ক' বলতে একজন শিক্ষকের সঙ্গে একজন শিক্ষার্থীর যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা উচিত তার বাইরে এমন কোন সম্পর্ক যা পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করে তাকে বুঝানো হয়েছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেছেন শতকরা ৭৭'৬৬ ভাগ (৮০ জন) এবং 'না' বলেছেন শতকরা ২২'৩৩ ভাগ (২৩ জন)। এ প্রশ্নের উত্তরে অর্থনীতি বিভাগের ১২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন 'হ্যাঁ' এবং ৯ জন 'না' বলেছেন। যে তিনজন 'হ্যাঁ' বলেছেন

শিক্ষার্থী ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

শিক্ষার্থী ঃ মত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তারা সকলেই ছাত্র। আর 'না' উত্তরদাতা ৯ জনই ছাত্রী। হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন 'হ্যাঁ' এবং ২ জন 'না' বলেছেন। 'হ্যাঁ' উত্তরদাতা ১৪ জনের মধ্যে ৭ জন ছাত্র এবং ৭ জন ছাত্রী।

ফার্মেসী বিভাগের ১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন 'হ্যাঁ' এবং ৩ জন 'না' বলেছেন। যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন তাদের মধ্যে ৮ জন ছাত্র এবং ৪ জন ছাত্রী। আইন বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন 'হ্যাঁ' এবং ১ জন 'না' বলেছেন। যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন তাদের মধ্যে ৫ জন ছাত্র এবং ৪ জন ছাত্রী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন 'হ্যাঁ' বলেছেন এবং ৩ জন 'না' বলেছেন। 'হ্যাঁ' উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪ জন ছাত্র এবং ৩ জন ছাত্রী। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ৬ জন শিক্ষার্থীর সকলেই 'হ্যাঁ' বলেছেন এবং এদের সকলেই ছাত্র।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪ জন ছাত্র এবং ৫ জন ছাত্রী। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ১১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন 'হ্যাঁ' বলেছেন এবং ৪ জন 'না' বলেছেন। 'হ্যাঁ' উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন 'হ্যাঁ' এবং ১ জন 'না' বলেছেন। যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন তাদের মধ্যে ৬ জন ছাত্র এবং ৩ জন ছাত্রী। ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই 'হ্যাঁ' বলেছেন এবং এরা সকলেই ছাত্রী। ফিন্যান্স বিভাগের ১ জন ছাত্র প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল এ সম্পর্কে (অর্থাৎ শিক্ষকের সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্ক' পরীক্ষার ফলাফলে প্রভাব ফেলার ব্যাপারে) কি আপনি শুধুই শুনেছেন, নাকি জানেনও? এ প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' অর্থাৎ এ ব্যাপারে শুনেছেন এবং জানেনও বলেছেন শতকরা ৬৫'০৪ ভাগ শিক্ষার্থী (৬৭ জন) এবং 'না' অর্থাৎ শুধুই শুনেছেন বলেছেন শতকরা ৩৪'৯৫ ভাগ (৩৬ জন)। যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন তাদের মধ্যে ৪৩ জন ছাত্র এবং ২৪ জন ছাত্রী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আইন বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন 'হ্যাঁ' এবং ২ জন 'না' বলেছেন। 'হ্যাঁ' উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪ জন ছাত্র এবং ৪ জন ছাত্রী। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন 'হ্যাঁ' এবং ২ জন 'না' বলেছেন। যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন তাদের মধ্যে ৬ জন ছাত্র এবং ২ জন ছাত্রী। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ১১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন 'হ্যাঁ' এবং 'না' বলেছেন। 'হ্যাঁ' উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী।

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন 'হ্যাঁ' এবং ৪ জন 'না' বলেছেন। যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন তাদের মধ্যে ৬ জন ছাত্র এবং ৬ জন ছাত্রী। অর্থনীতি বিভাগের ১২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জন 'হ্যাঁ' এবং ৬ জন 'না' বলেছেন।

'হ্যাঁ' উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন 'হ্যাঁ' এবং ৫ জন 'না' উত্তর দিয়েছেন। যারা 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েছেন তাদের মধ্যে ১ জন ছাত্র এবং ৩ জন ছাত্রী।

ফার্মেসী বিভাগের ১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন 'হ্যাঁ' এবং ৫ জন 'না' বলেছেন। 'হ্যাঁ' উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫ জন ছাত্র এবং ৫ জন ছাত্রী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জন 'হ্যাঁ' এবং ৪ জন 'না' উত্তর দিয়েছেন। ১ জন এ প্রশ্নের উত্তর দেননি।

যারা 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েছেন তাদের মধ্যে ৩ জন ছাত্র এবং ২ জন ছাত্রী।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ৬ জন শিক্ষার্থীর সকলেই 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েছেন এবং এরা সবাই ছাত্র। ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৩ জন শিক্ষার্থী এ প্রশ্নের উত্তরে "না" বলেছেন। ফিন্যান্স বিভাগের ১ জন এ প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেছেন।

মন্তব্য কলামে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একদল ছাত্র লিখেছেন, শিক্ষকদের সঙ্গে ভাল পরিচয় থাকলে তারা বিভিন্ন সময় প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেন এবং ফলাফলে 'নম্বর' কিছুটা বাড়িয়ে দেন। এ বিভাগের ৩ জন ছাত্রী তাদের মন্তব্য কলামে একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ৩ জন ছাত্র তাদের মন্তব্য কলামে লিখেছেন যে, শিক্ষকের সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্ক' প্রথম শ্রেণী পেতে সহায়ক হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্র তার মন্তব্য কলামে লিখেছেন, শিক্ষকদের সঙ্গে ভাল সম্পর্কের ওপর ভাল ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন ছাত্র তাদের মন্তব্য কলামে লিখেছেন, ব্যবহারিক এবং মৌখিক পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হলে শিক্ষকের সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্ক' রক্ষা করে চলতে হয়।

ফার্মেসী এবং ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন ছাত্র একই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ফিন্যান্স বিভাগের একজন ছাত্র তার মন্তব্য কলামে লিখেছেন, পরীক্ষায় খারাপ করেও কয়েকজন ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্কের' কারণে ভাল ফলাফল করেছে। হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন ছাত্র একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অর্থনীতি বিভাগের একজন ছাত্র তার মন্তব্য কলামে লিখেছেন, শিক্ষকের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল এবং আছে, কিন্তু কোন ফলাফল বয়ে আনেনি।

একই বিভাগের অপর দু'জন ছাত্র লিখেছেন, "শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক" ইনকোর্স, টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাবার জন্য সহায়ক হয়।

আইন বিভাগের একজন ছাত্র লিখেছেন, 'বিশেষ সম্পর্কে'র অভিযোগ সকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অপর একজন ছাত্র লিখেছেন, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্রকে কোর্স শিক্ষকের পেছনে ঘুর ঘুর করতে দেখেছেন।

বিভিন্ন বিভাগের ছাত্ররা তাদের মন্তব্য কলামে একশ্রেণীর শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের ব্যাপারে 'বিশেষ যত্ন' নেবার অভিযোগের কথা লিখেছেন।